আত্মহত্যার যন্ত্র তৈরি করলেন অস্ট্রেলীয়

আমস্টারডাম, ১৬ এপ্রিল ঃ কারও আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করছে? শুধু একটা বাক্সের ভিতর শুয়ে বাটন টিপলেই হবে। বাক্সের ভিতরে থাকা ব্যক্তি ধীরে ধীরে ঢলে পড়বেন যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর কোলে। আত্মহত্যা করার জন্য এরকমই একটি বিতর্কিত যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন অস্ট্রেলিয়ার নিষ্কৃতি মৃত্যু আন্দোলনের কর্মী ফিলিপ নিৎস্কে। তাঁকে সাহায্য করেছেন নেদারল্যান্ডসের ডিজাইনার আলেকজান্ডার ব্যান্নিক। 'সারকো' নামের এই আত্মহত্যা করার যন্ত্রটি আমস্টারডামে 'ফিউনেরাল এক্সপো'-তে প্রদর্শিত হয়েছে। তারপরই অনেকে ভিড় জমিয়েছেন যন্ত্রটি দেখতে।

নেদারল্যান্ডসে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় 'ফিউনারেল এক্সপো'। সেখানে মৃত্যু সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, যন্ত্র প্রদর্শিত হয়। এবার এই এক্সপো মাতাচ্ছে 'সারকো'। কফিনের মতো দেখতে 'সারকো' যন্ত্রটির নামকরণ হয়েছে সারকোফেগাস থেকে। মিশরে মৃতদেহ মমি করার পর যে বাক্সে রেখে পিরামিডে রাখা হত সেই বাক্সটিকে বলা হয় সারকোফেগাস। সারকো যন্ত্রটি তৈরি করা হয়েছে থ্রিডি প্রিন্টিংয়ের সাহায্যে।

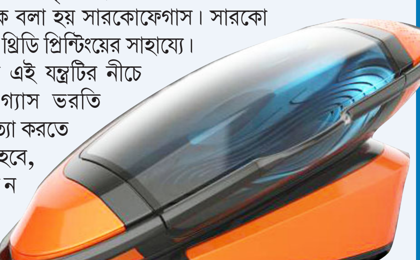

কফিনের মতো দেখতে এই যন্ত্রটির নীচে রয়েছে নাইট্রোজেন গ্যাস ভরতি চেম্বার। ভিতরে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছুক মানুষটিকে শুতে হবে, এরপর একটি বাটন টিপলেই ওই কফিনের ভিতরের অংশ ভরে যাবে নাইট্রোজেন গ্যাসে। ভিতরে থাকা মানুষটি প্রথমে অজ্ঞান হবেন, তারপর আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন। 'ফিউনারেল এক্সপো'-তে মডেলের সাহায্যে পুরো বিষয়টি সকলের সামনে তুলে ধরছেন নিৎস্কে। ইতিমধ্যেই তিনি পরিচিত হয়ে গিয়েছেন ডঃ ডেথ হিসাবে। যন্ত্রটি সম্পর্কে নিৎস্কে জানিয়েছেন, মানুষকে তাঁর ইচ্ছামতো মৃত্যুতে সাহায্য করার জন্যই এই যন্ত্র তৈরি করেছেন তিনি। একজন মানুষের পূর্ণ অধিকার আছে, নিজের মৃত্যুর সময় ও পদ্ধতি বেছে নেওয়ার। চলতি বছরের শেষেই অনলাইনে তিনি যন্ত্রটির নকশা আপলোড করে দেবেন। যার প্রয়োজন, তিনি নকশা ডাউনলোড করে থ্রিডি প্রিন্টারের সাহায্যে এই যন্ত্র তৈরি করে নিতে পারবেন। তিনি বলেন, অনেক দেশেই নিষ্কৃতিমৃত্যু আইনসিদ্ধ, কিন্তু কাউকে আত্মহত্যায় সাহায্য করা আইনসিদ্ধ নয়। তাই এই যন্ত্রে কেউ নিজেই মৃত্যুবরণ করতে পারবেন।

পরিবেশরক্ষায় যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিল আইএমও

লন্ডন, ১৬ এপ্রিল ঃ রাষ্ট্রসংঘের ইনটারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) জাহাজের গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক কিছু সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। আইএমও-র লন্ডনের অফিসে তাদের সামুদ্রিক সুরক্ষা কমিটির সপ্তাহভর আলোচনায় ঠিক হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে জাহাজের গ্রিনহাউস নিঃসরণ ২০০৮ সালের তুলনায় ৫০ শতাংশ কমানো হবে। ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে জাহাজ শিল্পকে বাইরে রাখা হয়েছিল। যদিও এই ক্ষেত্র থেকে প্রতি বছর যে পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হয় তা জার্মানির তুলনায় বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, ব্রাজিল সহ আরও কয়েকটি দেশ এই লক্ষ্যমাত্রার বিরোধিতা করলেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের এই লক্ষ্যমাত্রা ৭০-১০০ শতাংশ করার জন্য চাপ দেয়। গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আইএমও-র সেক্রেটারি জেনারেল কিট্যাক লিম। তিনি বলেন, 'এই প্রাথমিক কৌশলটি চূড়ান্ত নয়, তবে পরিবেশরক্ষায় একটা প্রথম ধাপ।'

এই সভায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের শীর্ষ নেতা জেফারি ল্যান্টজ আইএমও-র সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেন, 'এই মুহূর্তে জাহাজ শিল্পে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা আমরা সমর্থন করি না।' তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ পেতে হলে আমাদের প্রযুক্তির উন্নতি এবং শক্তি সঞ্চয়ে আরও এগোতে হবে।' তবে সম্মেলনে প্রায় ১৭০টি দেশের সম্মতি থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি এবার আর ধোপে টিকল না। এই কৌশলের ফলে জাহাজগুলিকে এবার থেকে আরও কম জ্বালানি পোড়াতে হবে।

অরবানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

বুদাপেস্ট, ১৬ এপ্রিল ঃ হাঙ্গেরির পুনর্নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবানের বিরোধিতা করে শনিবার বুদাপেস্টের রাস্তায় বিক্ষোভ দেখালেন প্রায় ১ লক্ষ মানুষ। তাদের অভিযোগ, নির্বাচন পদ্ধতি ছিল অসাংবিধানিক। 'উই আর দ্য মেজরিটি' নামে একটি ফেসবুক গ্রুপের তরফে ওই বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। হাঙ্গেরির সংসদের দুই তৃতীয়াংশ আসনে জিতে ফিডেজ পার্টি ক্ষমতায় আসার মাত্র ছয় দিনের মাথায় এই বিক্ষোভ। জানা গিয়েছে, যে এক লক্ষ মানুষ শনিবারের ওই বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই নতুন প্রজন্মের। তাঁদের বেশিরভাগের হাতে ছিল হাঙ্গেরি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পতাকা। বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ হলেও বুদাপেস্টের রাস্তায় মোতায়েন ছিল প্রচুর পুলিশ। বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন, অরবান নির্বাচনে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন ও ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। তাঁরা ব্যালট পেপার পুনর্গণনা ও নতুন নির্বাচনি আইনের দাবি তুলেছেন। বিক্ষোভকারীরা দেশে আইনের শাসন ও সত্যিকারের গণতন্ত্র চান। বিক্ষোভ কর্মসূচির উদ্যোক্তা ভিক্টর গিয়েটভাই বলেন, 'দেশের জন্য কিছু করার এটাই আমাদের কাছে শেষ সুযোগ।' যদিও ওই বিক্ষোভ নিয়ে সেরকম চিন্তিত নন নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান। তিনি বলেন, 'আমরা নির্বাচনে জিতেছি। এটাই শেষ কথা।'

জুনে ইস্তফা দিতে পারেন শিনজো

টোকিও, ১৬ এপ্রিল ঃ জমি কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগে জুন মাসে ইস্তফা দিতে পারেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। আবের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি একটি স্কুলকে কম দামে সরকারি জমি পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আবে অবশ্য বরাবর এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, এই ঘটনায় যদি তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে তিনি ইস্তফা দেবেন। আবে অভিযোগ অস্বীকার করলেও জাপানের অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে, ওই ঘটনায় আবে এবং তাঁর স্ত্রীর জড়িত থাকার প্রমাণ আড়াল করতে সরকারি নথিতে কারচুপি করা হয়েছে। এছাড়া একটি ভেটারেনারি স্কুলকে অনুমোদন পাওয়ার ব্যাপারে তিনি সাহায্য করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। শনিবার আবের ইস্তফার দাবিতে টোকিওতে বিক্ষোভ হয়েছে। ওই কর্মসূচিতে অন্তত ৫০ হাজার মানুষ যোগ দেন। অন্যদিকে, আবের এই সপ্তাহে আমেরিকা সফরে যাওয়ার কথা। সেখানে তিনি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং উত্তর কোরিয়ার পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলবেন।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ ঃ কারোর জন্য স্বার্থত্যাগ করবেন আজ। দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা। মায়ের স্বাস্থ্যহানি যোগ। গৃহ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত। **বৃষ ঃ** ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর আসতে পারে। ক্রীড়াজগতের ব্যক্তিগণ সম্মানিত হতে পারেন। চর্মরোগ বৃদ্ধি। **মিথুন ঃ** অংশীদারি ব্যবসায় মতানৈক্য হতে পারে। কোনো মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। নিজের বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বাস রেখে সিদ্ধান্ত নিন। **কর্কট ঃ** সন্তানের চাকুরিপ্রাপ্তিতে স্বস্তিলাভ। মায়ের সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়ে আনন্দ। সংসারে অতিথি সমাগম। মাথায় আঘাতের আশঙ্কা। **সিংহ ঃ** নতুন কোনো কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। উচ্চশিক্ষার সুযোগ আসবে। উচ্চস্থান থেকে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। আপনার দুর্বলতার সুযোগ কেউ নেবে। জনকল্যাণে অংশগ্রহণ। **কন্যা ঃ** মায়ের জন্য আজ মনঃকষ্ট। বিদেশে বাসরত সন্তানের বাড়ি ফেরার সংবাদ পাবেন। পথে বিতর্কে জড়াবেন না। চক্ষুরোগে দুর্ভোগ। **তুলা ঃ** গৃহবিবাদে তীব্র মনঃকষ্ট। পূর্বের কোনো কাজের জন্য আজ অনুতাপ। কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তা লাভ। সৎকাজে অর্থব্যয়। দন্তপীড়া। **বৃশ্চিক ঃ** কর্মক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকুন। ব্যবসায় কোনো পরিকল্পনায় বাধা আসতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্‌বেগ। চর্মরোগ বৃদ্ধি। **ধনু ঃ** ভ্রাতৃবিরোধের অবসানে আনন্দ। দীর্ঘদিন পরে পুরোনো বন্ধুর সাক্ষাৎ পাবেন। গৃহসংস্কার যোগ। যানবাহন ক্রয়ের প্রস্তাব আসবে। নেত্রপীড়া। **মকর ঃ** কর্মক্ষেত্রে ক্ষমতাবৃদ্ধি। অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে সমস্যায় পড়বেন। মা ও বাবার পরামর্শ মেনে দাম্পত্যের সমস্যা কাটাবেন। অপারেশনের ভয়। **কুম্ভ ঃ** কোনো কারণেই আজ বাড়তি বিনিয়োগ নয়। প্রেমে সংকট। পশু দংশনের ভয়। বাবার স্বাস্থ্যহানি যোগ। ঈশ্বরে বিশ্বাস বাড়বে। **মীন ঃ** ব্যবসায় সামান্য মন্দা। মাজা ও ঘাড় ব্যথায় দুর্ভোগ। কর্মক্ষেত্রে নিজ সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হওয়ায় খুশি। অগ্নিভয়। দন্তপীড়া।

বিশ্বজুড়ে সংকট বাড়বে, হুঁশিয়ারি রাশিয়ার

ওয়াশিংটন ও লন্ডন, ১৬ এপ্রিল ঃ সিরিয়া সরকার ফের রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করলে আমেরিকা নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র চালাবে বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন, যদি সিরিয়া সরকার ফের বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে তবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জন্য প্রস্তুত রয়েছে আমেরিকা। লন্ডনে ব্রিটেনের বিদেশসচিব বরিস জনসন বলেছেন, সিরিয়ায় দ্রুত এবং কার্যকর অভিযান চালানো জরুরি ছিল। তাই ব্রিটিশ সরকার পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়াই ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় শামিল হয়েছে। বরিসের এমন মন্তব্যের কারণ, ব্রিটেনে বিরোধী লেবার পার্টির নেতা জেরেমি করবিন পার্লামেন্টের অনুমতি না নিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রীর উচিত ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্টকে অনুসরণ না করে পার্লামেন্টের অনুমতি নেওয়া।'

অন্যদিকে, পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তিনি বলেছেন, সিরিয়ায় ফের হামলা হলে আন্তর্জাতিক সংকটের সৃষ্টি হবে। এক বিবৃতিতে ক্রেমলিন বলেছে, 'রাষ্ট্রসংঘের নীতি লঙ্ঘন করে এই ধরনের পদক্ষেপ যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আন্তর্জাতিক পরিসরে গোলমাল বাড়বে বলে প্রেসিডেন্ট পুতিন মনে করেন।' রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগের অভিযোগ খারিজ করে রাশিয়া বলেছে, রুশ বিরোধী মনোভাব ছড়াতে এই নাটক সাজানো হয়েছে। সিরিয়ায় রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন আরব দেশের নেতারা। আরব লিগের শীর্ষ সম্মেলন থেকে এক বিবৃতিতে এই দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য তাঁরা ইরানের সমালোচনা করেন।

ইজরায়েলের স্বাধীনতা দিবসের আগে তেল আভিভে চলছে প্রস্তুতি। – পিটিআই

প্রাক্তন এফবিআই কর্তার আক্রমণের মুখে ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৬ এপ্রিল ঃ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের প্রাক্তন অধিকর্তা জেমস কোমি মনে করেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং নেতা হিসেবে নৈতিকভাবে অযোগ্য। মার্কিন টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'ট্রাম্প এমন একজন ব্যক্তি যিনি নারীদের শুধু মাংসপিণ্ড বলে মনে করেন, ছোটোবড়ো সব বিষয়ে সমানে মিথ্যা কথা বলেন এবং আমেরিকার নাগরিকদের তা বিশ্বাস করতে বলেন। নৈতিকভাবে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য নন।' কোমির বক্তব্য, ট্রাম্পের হয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের সকলের জন্য উনি কলঙ্ক। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই সাক্ষাৎকারের পর ট্রাম্প এবং কোমির মধ্যে সমঝোতার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকল না। গত বছর কোমিকে এফবিআইয়ের অধিকর্তার পদ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন ট্রাম্প। সেই সময় কোমি ট্রাম্পের প্রচার শিবিরের সঙ্গে রাশিয়ার যোগাযোগ এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপের অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করছিলেন।

তাঁর আত্মজীবনী 'আ হায়ার লয়ালটি'-তে কোমি এমন কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, ট্রাম্পের পক্ষে যা অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে। অভিযোগ উঠেছে, ২০১৩ সালে মস্কো সফরের সময় একটি হোটেলে যৌনকর্মীদের সঙ্গে ট্রাম্পকে দেখা গিয়েছিল। এ ব্যাপারে কোমি বলেছেন, ট্রাম্পের মস্কো সফর নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে তার প্রমাণ রাশিয়ার কাছে আছে কি না সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন। তবে রাশিয়ার কাছে ওই ঘটনার প্রমাণ থাকার সম্ভাবনা আছে বলে কোমি জানিয়েছেন। একইসঙ্গে এফবিআইয়ের প্রাক্তন অধিকর্তা জানান, মস্কোর ওই হোটেলে ট্রাম্প রাত কাটাননি বলে তাঁকে জানিয়েছেন।

ইয়েচুরির বিকল্প নেই, মরিয়া বাংলা লবি

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ ২২ তম পার্টি কংগ্রেসের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই উত্তেজনার পারদ চড়ছে সিপিএমের অন্দরে। বিজেপি-বিরোধী লড়াইয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে দলের পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক পদের লড়াই। প্রকাশ কারাত এবং তাঁর অনুগামী কেরল লবি দলের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সীতারাম ইয়েচুরিকে সরাতে মরিয়া। অন্যদিকে, বাংলা লবি ইয়েচুরিকে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক পদে রেখে দিতে মরিয়া। বাংলার মার্কসবাদীদের যুক্তি, সাধারণ সম্পাদক পদে ইয়েচুরির আপাতত কোনো বিকল্প নেই। পি সুন্দরাইয়া, ইএমএস নাম্বুদিরিপাদ, হরকিষেণ সিং সুরজিৎ এবং প্রকাশ কারাতরা প্রত্যেকে তিন বা ততোধিকবার সাধারণ সম্পাদকের পদে বসেছিলেন। তাহলে ইয়েচুরিকে কেন দ্বিতীয় দফায় সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক পদে রাখা হবে না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বাংলার নেতারা।

কারাত লবির নেতাদের উপর চাপ বাড়িয়েছে ইরফান হাবিবের মতো খ্যাতনামা ঐতিহাসিকরাও। সিপিএমের সমর্থক বলে পরিচিত হাবিব জানিয়েছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের প্রশ্নে ঢাকঢাক গুড়গুড় ছাড়তে হবে দলকে। কারণ এই অবস্থা জারি থাকলে আগামী দিনে ভারতের রাজনীতিতে বাম আন্দোলন সম্পূর্ণ কোণঠাসা হয়ে পড়বে। ইরফান হাবিব বলেছেন, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোটের শরিক না হয়ে সিপিএম যদি আগামী লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তাহলে বিজেপি বিরোধী জোট ভাঙার জন্য মানুষ তাদের চিহ্নিত করে রাখবে। তাতে ভোটের পাশাপাশি যারা সিপিএমের প্রতি সহানুভূতিশীল তাদেরও খোয়াবে দল। কংগ্রেস এবং বিজেপির থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখার যে নীতি প্রকাশ কারাত ও কেরল লবির নেতারা সযত্নে লালন করছে, তা বাস্তবসম্মত নয় বলে মনে করেন হাবিব সাহেব। সম্প্রতি সিপিএমের তরফে জানানো হয়, কর্ণাটকে যেসমস্ত আসনে দল প্রার্থী দেবে না, সেখানে বিজেপিকে হারাতে সক্ষম এমন প্রার্থীদের সমর্থন করবে দল। সেক্ষেত্রে কংগ্রেসকেও সমর্থন করতে রাজি তারা। প্রকাশ কারাতের কৌশলগত লাইনকে নির্বোধের লাইন বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। দলের প্রতি সহানুভূতিশীল বিদ্বজ্জনেরা কারাতের লাইন নিয়ে প্রশ্ন তোলায় পার্টি কংগ্রেস শুরুর তিনদিন আগে রীতিমতো যুদ্ধংদেহি মনোভাব দেখা গেল বাংলার সিপিএম নেতাদের। এবারের পার্টি কংগ্রেসে সারাদেশের প্রায় সাড়ে তিনশো দলীয় প্রতিনিধি যোগ দেবেন। এর মধ্যে বাংলা ও কেরল উভয় রাজ্য থেকেই ১৭৫ জন প্রতিনিধি যোগ দেবেন। সিপিএম সূত্রের খবর, বাংলা লবির সিংহভাগই চান ইয়েচুরিকে আরও এক দফা সাধারণ সম্পাদক পদে রাখা হোক। কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভিএস অচ্যুতানন্দনের মতো কয়েকজনের এব্যাপারে সমর্থন রয়েছে। তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, রাজস্থানের নেতারাও ইয়েচুরি-কারাত শিবিরে আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছেন। ইয়েচুরিকে ঠেকাতে কারাত লবি ইতিমধ্যেই ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নাম নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। যদিও ওয়াকিবহাল সূত্রের খবর, ইয়েচুরির বিকল্প হিসেবে কাউকে খুঁজে না পাওয়ার কারণেই মানিক সরকারের মতো স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতাকে সামনে আনতে চান প্রকাশ কারাত। আর তাছাড়া বাঙালি বলে পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের পক্ষেও মানিকবাবুর বিরোধিতা করা খুব একটা সহজ হবে না। দলের একটি অংশের মতে, পলিটব্যুরোর সদস্য তথা কারাত-পত্নী বৃন্দা কারাতকে দলের পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিল কেরলের একটা অংশ। বাংলার নেতারা জানেন, বিকল্প মুখের অভাবই কারাত শিবিরের সবথেকে বড়ো সমস্যা। তাঁদের বক্তব্য, এরআগে অনেকেই টানা সাধারণ সম্পাদক পদে থাকলেও সীতারাম ইয়েচুরির ক্ষেত্রে কেন ব্যতিক্রম হবে।

এইমসে ৫ মাস ডাক্তারের ছদ্মবেশে, তাজ্জব পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ঃ দিল্লির এইমসে ডাক্তারের ছদ্মবেশে পাঁচ মাস ছিলেন বিহারের এক যুবক। বছর ১৯-এর আদনান খুরম কখনও জুনিয়ার ডাক্তার, কখনও রেসিডেন্সিয়াল ডাক্তার হিসেবে আবার কখনও বা ডাক্তারির ছাত্র বলে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পরিচয় সম্পর্কে হাসপাতালেরই কয়েকজনের সন্দেহ হয়।। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। খুরমকে পাঠানো হয়েছে তিহার জেলে। বিহারের সীতামাড়ির বাসিন্দা আদনানের পড়াশোনা দশম শ্রেণি পর্যন্ত। ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত তাঁর বোন। তাঁকে এইমসে ভরতি করা হয়। আদনানও ওই হাসপাতালে আসেন এবং ডাক্তারের ছদ্মবেশ নেন। গত কয়েকমাস জুনিয়র ডাক্তারদের মতোই গলায় স্টেথো ও গায়ে অ্যাপ্রন চাপিয়ে তিনি দিব্যি ঘুরে বেড়িয়েছেন এইমসের যত্রতত্র। তাঁর এই অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে পুলিশও হতবাক। কেন তিনি এমন কাজ করেছেন, এবিষয়ে পুলিশি জেরায় বিভিন্নরকমের উত্তর জানা গিয়েছে বলে পুলিশের দাবি। পুলিশ জানিয়েছে, আদনান কখনও বলেছেন, এইমসে অসুস্থ বোনের চিকিৎসা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যই ডাক্তারের ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন। এও জানিয়েছেন, ডাক্তারদের সঙ্গ তাঁর ভালো লাগে। ডাক্তারি পেশাও তাঁর পছন্দের। শনিবার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। দিল্লি পুলিশের (দক্ষিণ) ডেপুটি কমিশনার রোমিল বানিয়া জানিয়েছেন, হজখাস থানার পুলিশ আদনান খুরমের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৯ (জালিয়াতি), ৪৬৮ (প্রতারণা) ইত্যাদি ধারায় চার্জ গঠন করেছে। এইমস-এর আরডিএ বিভাগের সভাপতি হরজিৎ সিং বলেছেন, 'সন্দেহ হয়েছিল। কয়েক মাস ধরে ওর গতিবিধিতে লক্ষ্য রাখি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরকমের পরিচয় দিয়েছে। কখনও নিজেকে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল স্টুডেন্ট বলেছে। কখনও জানিয়েছে সে জুনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তার। হোয়াটসঅ্যাপে ছবিও দিয়েছে।' এইমসে বর্তমানে আবাসিক ডাক্তারের সংখ্যা দু-হাজার। হরজিতের কথায়, 'তাঁদের প্রত্যেককে চিনে রাখা সহজ নয়।' শনিবার ছিল ডাক্তারদের ম্যারাথন দৌড়। আদনান তাতেও যোগ দিয়েছিলেন। ওই সময় কয়েকজন ডাক্তারের সন্দেহ হয়। তাঁরাই আদনানকে চেপে ধরেন। চাপের মুখে বেরিয়ে আসে আসল পরিচয়।

প্রার্থীতালিকা নিয়ে কংগ্রেসে বিদ্রোহ

বেঙ্গালুরু, ১৬ এপ্রিল ঃ কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে ২১৮ জনের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। এই প্রার্থীতালিকাকে কেন্দ্র করে কর্ণাটক রাজ্য কংগ্রেসের অন্দরে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে, স্বজনপোষণের রাজনীতি করছেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া সহ তাঁর ঘনিষ্ঠ একাধিক বিধায়ক ও মন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী নিজের ছেলেকে বরুনা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছেন। ২০০৮ সাল থেকে এই আসনে একটানা জিতে আসছেন সিদ্দারামাইয়া। ছেলেকে নিরাপদ আসন ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজে মাইশুরুর চামুণ্ডেশ্বরী আসন থেকে লড়বেন। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও অন্তত চার মন্ত্রী-বিধায়কের সন্তানরা এবারের ভোটে প্রার্থী হয়েছেন। অথচ, দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা তৃণমূল স্তর থেকে রাজনীতি করে আসছেন, তাঁদের প্রার্থী করা হয়নি বলে একাধিক কংগ্রেস নেতার অভিযোগ। বেঙ্গালুরুর সিভি রমন নগর কেন্দ্র থেকে ২০১৩ সালে লড়েছিলেন পি রমেশ। গত শনিবার তিনি ঘোষণা করেন, জেডিএস-এর প্রার্থী হয়ে তিনি এবারের বিধানসভা ভোটে লড়বেন। রমেশ বলেন, এই কংগ্রেস ইন্দিরা গান্ধির কংগ্রেস নয়। এটি সিদ্দারামাইয়া তুঘলক কংগ্রেস। সুতরাং, এই কংগ্রেসের কাছ থেকে কোনো সঠিক বিচার পাওয়া অসম্ভব। প্রাক্তন শুল্ক বিভাগের মন্ত্রী মনোহর তহসিলদার যিনি বর্তমানে হাঙ্গাল কেন্দ্রের বিধায়ক, তাঁকেও এবার প্রার্থী করেনি দল। এরই প্রতিবাদে তহসিলদারের সমর্থকরা ওই বিধানসভাকেন্দ্রে দলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। বিধায়ক এইচ পি রাজেশকেও প্রার্থী করা হয়নি। অসন্তুষ্ট রাজেশ আজ তড়িঘড়ি বেঙ্গালুরুতে ছুটেছেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার সঙ্গে দেখা করতে।

এইভাবে মায়াকুণ্ডা, জাগালুর, টিপতুর, বেলুড় সহ আরও একাধিক বিধানসভাকেন্দ্রে ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে। সকলেই সিদ্দারামাইয়ার স্বজনপোষণ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ক্ষেপে উঠেছেন। এদিকে দিল্লিতে কংগ্রেস হাইকমান্ডের পক্ষ থেকে সিদ্দারামাইয়াকে আগামী ২৭ এপ্রিলের মধ্যে দলের অন্দরে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, তা যেভাবেই হোক শান্ত করার নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। পি রমেশের কাছে এই মর্মে বার্তা পৌঁছোলে তিনি সিদ্দারামাইয়ার দূতকে জানিয়ে দেন যে, সিভি রমন নগর থেকে জেডিএস-এর হয়ে তিনি যে প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা থেকে নড়বেন না। যেভাবে প্রার্থীতালিকাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের নানা জায়গায় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, তাতে রাজ্য কংগ্রেসের শুধু নয়, কেন্দ্রের হাইকমান্ডও যথেষ্ট আশঙ্কিত।

বিজেপির প্রার্থীতালিকায় অপরাধীদের নাম ঃ বিধানসভা নির্বাচনে আজ বিজেপি আরও ৮২ জনের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করল। এই তালিকায় কোনো মুসলিম অথবা খ্রিস্টানকে প্রার্থী করা হয়নি। বরং দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ও খনি ব্যবসায়ী জি জনার্দন রেড্ডিকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। জনার্দন রেড্ডি বেআইনি খনি মামলায় ইতিমধ্যে অভিযুক্ত। প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী এস বাঙ্গারাপ্পার ছেলে কুমার বাঙ্গারাপ্পাকেও প্রার্থী করেছে মোদির দল। বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ইয়েদুরিয়াপ্পা ঘনিষ্ঠ কৃষ্ণাইয়া শেঠিকে প্রার্থী করা হয়েছে। আগামী ১২ মে ২২৪ সদস্য বিশিষ্ট কর্ণাটক বিধানসভায় ভোট হবে।